প্রোডাকসন সিণ্ডিকেটের
পাশের বাড়ী
প্রযোজনা ও পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়

প্রোডাকসন্‌ সিণ্ডিকেটের

প্রথম নিবেদন

পাশের বাড়ী

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—সুধীর মুখোপাধ্যায়

কাহিনী ও সংলাপ :—অরুণ চৌধুরী

গীতিকার :—কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ

চিত্রশিল্পী :—জি, কে, মেহতা

শিল্প-নির্দ্দেশক :—তারক বসু

আলোকশিল্পী :—বিমল দাস

ব্যবস্থাপক :—বিনয় দে

সুরকার :—সলিল চৌধুরী

শব্দধর :—পরিতোষ বসু ও নৃ

সম্পাদক :—বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জি

স্থিরচিত্রী :—সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ-সজ্জাকর :—শক্তি সেন

সহযোগী পরিচালক :—বিনু বর্দ্ধন

সহকারিতায়

পরিচালনায় :—গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জি
ধ্রুব চ্যাটার্জ্জি
ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনায় :—রবীন চ্যাটার্জ্জি

ব্যবস্থাপনায় :—গোপাল
চিত্ত

চিত্র-শিল্পে :—সর্ব্বেশ্বর শেঠ
অজিত চক্রবর্ত্তী

শব্দ-ধারণে :—অমর ঘোষ
সমেন চ্যাটার্জ্জি

আলোক-শিল্পে :—ইন্দ্রমনি,
লক্ষ্মীনারায়ণ, হরি সিং, সুনীল, নিতাই

প্রয়োগশালা :—ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিও ও রাধা ফিল্ম ষ্টুডিও

অর্কেষ্ট্রা :—হিজ্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস্‌

রাসায়নিক :—দি বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ

প্রচার-শিল্পী :—অনুশীলন এজেন্সি লিমিটেড্‌

পরিবেশক :—নারায়ন পিকচার্স

পাশের বাড়ী

বাগবাজারের ৯নং গয়লানো মাসী লেনের ছেলে ক্যাবলা ও পাশের ৮নং বাড়ীর ূতন ভাড়াটেদের মেয়ে লিলিকে িয়ে এই ঘটনার আরম্ভ। ক্যাবলা নামেও ক্যাবলা, াজেও ক্যাব া। সুন্দরী মেয়েদের দেখলেই তার প্রেমে পড়া...অর্থাৎ দূর থেকে প্রেমে পড়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়া তার একটা রোগ। সেইজন্যে ট্রেনের সহযাত্রিণী লিলিকে সর্ব্বপ্রথম খন সে ে শলো একই কামরায় তার সঙ্গে যেতে—তখন দেখলো আর প্রেমে পড়লো এক িমেষে। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে ফুটন্ত মনের টগ্‌বগানি সত্বেও আলাপ করার সুযোগ ও সুবিধে কানটাই ার সাহসে কুলালো না। মাঝখান থেকে সেই কামরারই একটা এঁচোড়ে পাকা াজিল ছেলে তার সদ্য-প্রেমে-পড়া মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে হাঁড়ির রসগোল্লাগুলো সাবাড়

কাতায় পেঁাছে ট্রেন থেকে নেমে সে তার মানস-প্রিয়াকে হারিয়ে ফেললো; ক্ষুন্ন ক্যাবলা বাড়ী ফিরে এলো এবং তার ৯নং বাড়ীতে ঢুক্‌লো। এর আগেই কিন্তু নের প্রেয়সী ৮নং বাড়ীতে এসে ঢুকেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে স্বর্গ পাওয়ার ধন ক্যাবলা দ্বিতীয়বার তার প্রেয়সীকে তারই পাশের ৮নং বাড়ীতে তারই াতালার ঘরের লাগোয়া জানালার ধারে দেখলো—তখন তার ট্রেনের প্রিয়ার রায়বাঘিনীরূপ,

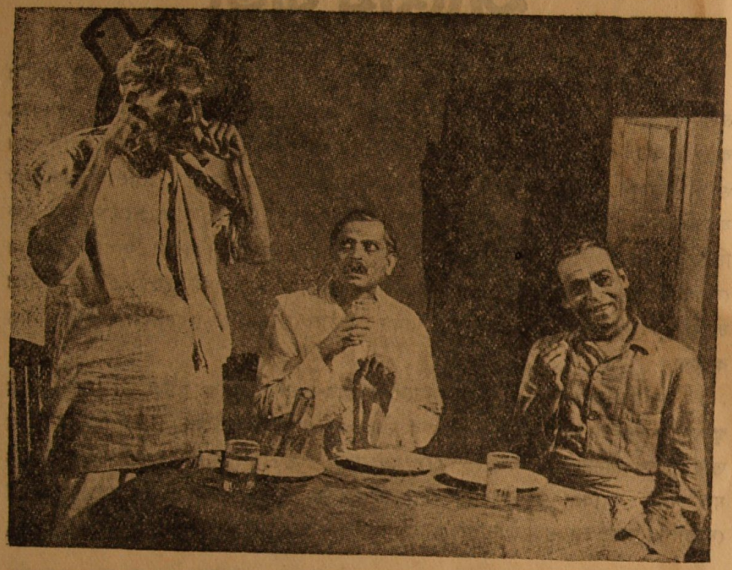

—এক হাতে ঝাঁটা, আর একহাতে হাণ্টার,—মুখে ড্যাম, ব্লাডি, ফুল,—দাঁড়িয়ে মিলিটারী ভঙ্গিমায়। মুষড়ে পড়লো ক্যাবলা; এগুবে কি করে এই ডাকু মেয়েটার কাছে! শরণ নিল দলপতি ভোম্বলদার। দলপতি ভোম্বলদা এলেন সদলবলে, বন্ধ জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে মেয়েটাকে দেখে হালচাল বুঝে নিতে। কিন্তু এ কি! মেয়েটা তো নিঃসঙ্গ নয়। বালিগঞ্জি ছাঁদের আধুনিক মেয়েটার সঙ্গে রয়েছে খ্যাংড়া-কাটির-উপর-আলুরদম-বসানো চেহারার গানের মাষ্টার, নাম শ্যামসুন্দর, গান শেখানোর ছলে লিলিকে জীবন-সঙ্গিনী করার মতলবে। দলপতি ভোম্বলদা হাল ছাড়লো, কিন্তু ক্যাবলা হাল ছাড়লো না। সে যে হাবু ডুবু খাচ্ছে—মেয়েটাকে বউ করতে না পারলে তাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বন্ধুর এই দশা...থুড়ি দুর্দ্দশা দেখে ভোম্বলদা প্ল্যান করতে বসলো—উদগ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলো ক্যাবলা। অবশেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ভোম্বলদার মুখ। মতলব বেরিয়েছে একটা। হবে...হ্যাঁ...নিশ্চই হবে। মেয়েটাকে ক্যাবালার প্রেমে পড়তেই হবে; ৮নং বাড়ীর কুমারী মেয়েটাকে ৯নং বাড়ীতে ঘোমটা মাথায় ঢুকতেই হবে...!

এবং তারপর?...? সুরু হ'ল এবাড়ী ওবাড়ীর কুবুদ্ধির লড়াই। এ জেতে ও হারে, ও জেতে এ হারে! অবশেষে এপক্ষের জয় একরকম সুনিশ্চিত হয়ে এসেছে। কিন্তু হায়! "আমের আঁটি, কাঁটালের আঠা, আনারসের চোখ আর বেগুনের কাঁটা"র মত হঠাৎ উদয় হলেন "মামা"—প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। গেল, গেল সব ভেস্তে গেল! ৮নং এর লিলি কি হেরে ভূত হয়ে... I mean পত্নী ...I beg your pardon পত্নী হয়ে ৯নং এ ঢুকবে না?

সঙ্গীতাংশ

১। লিলির গান

ও পলাশ বনের মুকুল—
ও আকাশ রাঙানো মুকুল,
এই রিমিক ঝিমি ঝিমি
ঘন বরিষণে,
কি কথা বলিতে চাও নিখিলের কানে কানে—
তোমার গানে গানে,—কথা কও সাড়া দাও।
ঝড় বাদলের দোলায় তুমি দুলেছ বৈশাখে
শাওন রাতে আজি তুমি বলো চাও কাকে
কি কাহিনী রচ তুমি ফাল্গুনের শাখে—
ওগো মুকুল!
ও গুন্ গুন্ গুন্ গুন্
আমার হৃদয় করো গুণ
জানিনা কি কথা তোমার রেখেছ লুকায়ে
গোপন সুরভির তলে আঁচলের ছায়ে,
পাঁপড়ি কাঁপাও কি কৌতুকে দখিনার বায়ে—
ওগো মুকুল—
ও গুন গুন গুন গুন
আমার হৃদয় করো গুণ

২। শ্যামসুন্দরের গান

আহা যে কথা গোপনে রেখেছিনু মনে—
যে কথা হয়নি বলা
সে কথাটি আজি শোনাবো হে— চঞ্চলা,
ওগো চঞ্চলা।
আমার মনের গোপন কথা
তোমায় আজি শোনাবো
হে চঞ্চলা, ওগো চঞ্চলা।
কত না রাতের বাসনা কুসুম দিয়ে,
তোমার প্রেমের মাল্য রচেছি প্রিয়ে
মোর মন মন্দিরে তুমি কবে
নিজে এসে ধরা দেবে তারি পথ পানে
চেয়ে আছি ওগো,
এসো এই জীবন দোলায় দুলি—
তুমি আমি কাছাকাছি;
মোর মন মন্দিরে কবে
তোমার আসন পাতা হবে।

৩। স্বপন কুমারের গান

নয়নে তার ভোমরা কাজল কালো
দুইকানে তার ঝুমকো লতা দোলে
কালো কেশে সর্ব্বনাশের নেশা,
চলন দেখে পলকে মন ভোলে ভোলেগো।
পরশ লোভী শরম রাঙা ঠোঁটে—
রক্তরাঙ্গা ডালিম বুঝি ফোটে

ললাটে তারি চন্দনেরি টিক—
পূর্ণিমা চাঁদ যেন মেঘের কোলে।
হাসলে পরে মুক্তা মানিক ঝরে,
ঝরে ঝরে,
কান্নাতে তার সাত সাগরের ঢেউ
মদির চোখে তাকালে মন হরে
পথের সাথী হয়নি আজো বুঝি কেউ।

৪। স্বপন কুমারের গান

ঝির ঝির ঝির ঝিরি ঝিরি বরষা,—
হায় কি গো ভরসা
আমার ভাঙ্গা ঘরে তুমি বিনে
শন শন শন শন বহে হাওয়া—
মিছে গান গাওয়া এমন দিনে।
এলোরে ঝড় এলো এলো
জীবনের ঢেউ এলো মেলো।
বাহিরে দ্বার খুলে গেল,—
তবু একা বসে থাকা কাল গুনে।
তুমি কোথা কত দূরে
কও কথা দাও সাড়া,
কবেগো তোমারি সুরে
আমার এ গান হবে সারা।
জীবনে যায় বয়ে বেলা
সহেনা আর অবহেলা,
এবারে শেষ করো খেলা
মনে মনে এসো ওগো পথ চিনে।

৫। স্বপন কুমারের গান

রূপ সায়রের বুকে
আলোর মালা দোলে,
লুকোচুরি খেলায়—
আমার মন ভোলে।
হৃদয় সরসীর তরঙ্গেতে যেন
মনের মরালি গো তোমার ছায়া দোলে
আমার মনে মনে
কি বেদন আছে—
সাগরে শুধাইনি
শুধাইবে পাছে—
শুধু জানে শুকতারা নিশীথের কোলে
এই শুধু জেনো আমারে কখনও
নয়ন যদি খোঁজে—হৃদয় যেন ভোলে।

ঃ ভূমিকা ঃ

এ বাড়ীর	ও বাড়ীর
ক্যাবলা—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	লিলি—সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জি
বংশলোচন—নারান চট্টোপাধ্যায়	বিশ্বম্ভর—শান্তি ভট্টাচার্য্য
মোক্ষদা—সন্ধ্যা দেবী	লিলির মা—তারা ভাদুড়ী
শিবে—অসিত মিত্র	হরিপদ—জ্ঞানেশ মুখার্জ্জি

এ বাড়ী আর ও বাড়ীকে জড়িয়ে

ভোম্বল—অরুণ চৌধুরী	স্বপন কুমার—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
নেলো—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামসুন্দর—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
গোবরা—অনুপ কুমার	হরিধন (খুড়ো)—বিনয় মুখ্যোপাধ্যায়
মধুবালার ভাই—তপন কুমার	মীরা—সন্ধ্যা দত্ত
জলে জলে—ঝর্ণা রায়	ঘটক—বাণী বাবু
বিধবা যুবতী—মায়া বিশ্বাস	দিদিমা—আশা দেবী

দীপ্তি, প্রভাত, রতন, নীহার, রাজা, আমেদ
গোপাল, অমর, গন্থু, ও আরও অনেকে।

প্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেটের দ্বিতীয় নিবেদন

"বাঁশের কেল্লা"

কাহিনী—"ভুলি নাই" খ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু রচিত

বিগত শতাব্দীর বাংলার গণ জাগৃতি ও অশ্রুনিষিক্ত আত্মদানের কথা। "বাঁশের কেল্লায়" তিতুমীরের একক সংগ্রাম নীল বিদ্রোহের দিনে প্রতিটি গ্রামবাসীর মনে প্রেরণা জাগালো—তাদের প্রতিটি ছোট্ট 'বাঁশের' ঘরকে 'কেল্লা'য় রূপান্তরিত কর্‌তে!

প্রযোজনা ও পরিচালনা

সুধীর মুখোপাধ্যায়

এস, বি, প্রোডাকসন্সের পরবর্ত্তী নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

পল্লীসমাজ

প্রধানাংশে

সুনন্দা, মলিনা, জহর ও

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী

পরিবেশক—নারায়ণ পিকচার্স

পরিবেশক নারায়ণ পিকচার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
অনুশীলন প্রেস, ৪৮, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩, হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা